কুষ্টিয়ার মিরপুরে ট্রলি চাপায় ইটভাটা শ্রমিক নিহত

কুষ্টিয়ার মিরপুরে ট্রলি চাপায় তন্ময় ইসলাম (২৪) নামে এক ইটভাটা শ্রমিক নিহত হয়েছেন।
শুক্রবার সকালে উপজেলার কুর্শা ইউনিয়নের বাহারপুর সেতুর কাছে এই দুর্ঘটনা ঘটে বলে পুলিশ জানিয়েছে।
নিহত তন্ময় ইসলাম (২৪) উপজেলার কুন্টিয়াচর গ্রামের কালু সেখের ছেলে।

কুর্শা ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ওমর আলী জানান, সকালে কয়েকজন শ্রমিক মাটি কাটার জন্য শ্যালো ইঞ্জিন চালিত ট্রলিতে ইটভাটায় যাচ্ছিলেন। “বাহারপুর ব্রিজের কাছে মোড় ঘুরতে গিয়ে ট্রলিটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়। এই সময় ট্রলির আরোহী তন্ময় ট্রলির নিচে চাপা পড়ে ঘটনাস্থলে নিহত হন।”
মিরপুর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) শুভ্র প্রকাশ দাস জানান, ইটভাটার ট্রলি উল্টে একজনের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে লাশ উদ্ধার করে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে পুলিশ।

কুষ্টিয়ায় রেলওয়ে মালবাহী ট্রেনের সংঘর্ষ, ট্রেন চলাচল বন্ধ

কুষ্টিয়া শহরের মিলপাড়ায় রেলওয়ে ট্রলির সঙ্গে মালবাহী ট্রেনের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে ট্রেনের ৫টি বগি লাইনচ্যুত হয়েছে। এর পর থেকে কুষ্টিয়া থেকে রাজবাড়ী ও ফরিদপুরের রেল যোগাযোগ বন্ধ হয়ে গেছে।

শুক্রবার (৫ মার্চ) দুপুরে এ ঘটনা ঘটে। তবে এই ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি।

রেলওয়ে সূত্রে জানা যায়, গমবোঝাই মালবাহী ট্রেনটি ঈশ্বরদী থেকে ফরিদপুর যাচ্ছিল। দুপুর ২টার দিকে কুষ্টিয়া শহরের মিলপাড়া এলাকার বড় স্টেশন অতিক্রম করার সময় বিপরীত দিকে দাঁড়িয়ে থাকা রেলপথ মেরামতের ট্রলির সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে। এতে মালবাহী ট্রেনের পাঁচটি বগি লাইনচ্যুত হয় এবং রেলপথ দুমড়ে মুচড়ে যায়। মালবাহী ট্রেনের মোট ২২টি বগি ছিল যার সবগুলোতে গম বহন করা হচ্ছিল।

কুষ্টিয়ার স্টেশন মাস্টার এম এ জামান বলেন, ঈশ্বরদী থেকে রিলিফ ট্রেন তলব করা হয়েছে। তবে লাইন ২৪ ঘণ্টার আগে স্বাভাবিক করা সম্ভব হবে না।
তিনি দাবি করেন, ট্রলির কারণেই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। এখানে ট্রেনের কোনও দায় নেই। এ লাইনে টুঙ্গিপাড়া এক্সপ্রেসসহ মোট চারটি ট্রেন যাতায়াত করে বলে জানান তিনি।

কোটচাঁদপুরে এক বছরের সাজাপ্রাপ্ত আসামী পৌর ওয়ার্ড কাউন্সিলর গ্রেফতার

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে মাদক মামলায় এক বছরের সাজাপ্রাপ্ত আসামী পৌরসভার সদ্য বিজয়ী ১ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর মাহবুব খাঁন হানিফকে গ্রেফতার করেছে কোটচাঁদপুর থানা পুলিশ। শুক্রবার বেলা ১১টার দিকে পৌর শহরের দুধসারা এলাকা থেকে তাকে আটক করা হয়। আটককৃত কাউন্সিলর আবু হানিফ ওই এলাকার মৃত জয়নাল আবেদীনের ছেলে।

কোটচাঁদপুর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মাহবুবুল আলম গ্রেফতারের বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, সদ্য বিজয়ী পৌর কাউন্সিলর আবু হানিফের বিরুদ্ধে ঝিনাইদহ চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ১৯৯০ এর ১৯ (১) (ক) ধারায় দোষী সাব্যস্ত করে এক বছরের সশ্রম কারাদন্ড এবং ৫’শ টাকা জরিমানা, অনাদায়ে এক মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড প্রদান করেন। পরবর্তিতে তার বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী হলে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (কোটচাঁদপুর সার্কেল)

মুহাইমিনুল ইসলাম এর নির্দেশনায় থানার সেকেন্ড অফিসার এসআই মান্নান সহ সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে শুক্রবার সকালে তাকে গ্রেফতার করা হয়। পরে তাকে জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য সাজাপ্রাপ্ত আসামী আটক আবু হানিফ গত ৩০ জানুয়ারী কোটচাঁদপুর পৌর সভার নির্বাচনে সাবেক প্যানেল মেয়র আনারুল ইসলাম সেন্টুকে পরাজিত করে কাউন্সিলর হিসাবে বিজয়ী হন। এর ২৭ দিন পর গত ২৭ ফেব্রুয়ারী খুলনা বিভাগীয় কমিশনার মোঃ ইসমাঈল হোসেনের নিকট শপথ গ্রহন করেন।

মেহেরপুরে যুবদলের প্রতিবাদ সভা

কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে মেহেরপুর জেলা যুবদলের উদ্যোগে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় মেহেরপুর বিএনপি অফিসে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা যুবদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মো: রাজনের সভাপতিত্বে মহান স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের বীর উত্তম খেতাব বাতিল, সাংবাদিক মুস্তাক হত্যার প্রতিবাদ ও গণতন্ত্র মুক্তির আন্দোলন বাস্তবায়নে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

এসময় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের সাবেক সহ সভাপতি নাহিদ মাহবুব সানি, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ফরিদুল ইসলাম মিন্টু, সহ সাংগঠনিক সম্পাদক লিটন উদ্দিন, সদস্য মো: মনিরুল ইসলাম মনি, যুবদল নেতা সোহাগসহ দলের আরও অনেক নেতৃবৃন্দ সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

গাংনী পৌর সভার হাট-বাজার টেন্ডার কার্যক্রম অনুষ্ঠিত

গাংনী পৌর সভার হাট-বাজার টেন্ডার কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুর ২ টার সময় পৌরসভার সম্মেলন কক্ষে খোলা টেন্ডারে অংশ গ্রহণ করেন প্রায় দশ জন দরদাতা। এদের মধ্যে সর্বোচ্চ দরদাতা গাংনী কাচা বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক মোঃ সাহাদুল ইসলাম ৪২ লাখ ৪২ হাজার ও নিকোটতম দরদাতা মোঃ মোশারফ হোসেন ৪১ লাখ উপস্থিত ছিলেন। টেন্ডার কার্যক্রমে গাংনী পৌর মেয়র আহম্মেদ আলীর উপস্থিতিতে টেন্ডার কার্যক্রম শুরু করা হয়।
এ সময় পৌর কাউন্সিলর, সংরক্ষিত মহিলা কাউন্সিলর, পৌর সচিব, পৌর সভায় কর্মরত কর্মচারী ও সাংবাদিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

দুর্ঘটনা কেড়ে নিয়েছে ঝিনাইদহের ফারুকের স্বপ্ন, সামর্থ্য নেই প্লাস্টিকের পা কেনার

স্বপ্ন ছিল চাকুরী করে ২ টি সন্তান মানুষ করব। অবিবাহিত এক বোনকে বিয়ে দিব। মা-বাবাকে ভালো মত দেখাশোনা করব। চাকুরী পেয়েছিলাম। ভালো বেতনও পাচ্ছিলাম। কিন্তু এক সড়ক দুর্ঘটনা আমার স্বপ্ন ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছে। এখন আমার সংসার চালানোই কষ্টকর হয়ে যাচ্ছে। একজনের সহযোগিতা ছাড়া উঠতে পারিনা। সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণে বেঁচে গেলেও একটি পা কেটে ফেলতে হয়েছে। একটি প্লাস্টিকের পা লাগিয়ে চলাফেরা করব তাও কেনার সামর্থ্য নেই আমার’। এভাবেই কষ্টের কথা বলছিলেন ঝিনাইদহ সদর উপজেলার পোড়াহাটি ইউনিয়নের বাসুদেবপুর গ্রামের মকবুল মন্ডলের ছেলে ফারুক হোসেন (৩০)। গত বছরের ২৩ আগস্ট শহরের সিটিমোরে ফল বোঝায় ট্রাকের

ধাক্কায় গুরুতর আহত হন সে। বাবা-মা সহায়-সম্বল বিক্রি করে চিকিৎসা করিয়ে কোনমত প্রাণে বাঁচাতে পারলেও হারিয়েছেন তার ডান পা। এখন পরিবারের সদস্যদের সহযোগিতায় চলাফেরা করতে হয় তার। একটি প্লাস্টিকের পা লাগাতে চেয়েছেন টাকার জন্য তাও কিনতে পারছেন না।

পিতা মকবুল মন্ডল বলেন, আমার ছেলে মাস্টার্স শেষ করে একটি কোম্পানীতে চাকুর করছিল। তার পোস্টিং ছিল নোয়াখালীর লক্ষীপুরে। গত বছর বাড়িতে এলে দুর্ঘটনা ঘটে। এখন সংসার চালাতে পারছি না। ৭ সদস্যের সংসারে এখন অভাব-অনটন লেগেই রয়েছে। পাশাপাশি রয়েছে চিকিৎসা খরচ। এ অবস্থায় সরকার ও সমাজের বিত্তবানদের সহযোগিতা কামনা করেন তিনি।

বোন শিউলি খাতুন বলেন, আমার ভাই এখন চলতে পারে না। বাড়ি থেকে বের হলেই আমি সাথে যায়। আর কতদিন এভাবে চলবে সে। প্লাস্টিকের পা কিনতে পারলে সে কোনমত চলাফেরা করতে পারতো। বৃদ্ধ বাবার সামর্থ্য নেই এতটাকা দেওয়ার। সমাজের বিত্তবানরা যদি আমার ভাইকে সহযোগিতা করতো কষ্টের মধ্যে হলেও সে একটু বেঁচে থাকতে পারতো। ফারুক হোসেন বলেন, আমার জীবন তো শেষ। আমার ২ টি সন্তান রয়েছে। এখন পারিনা কোন কাজ করতে। পারিনা ভিক্ষা করতে। এই অবস্থার মধ্য দিয়েই চলছে। এভাবেই জীবন পার করতে হবে। সন্তানদুটো মানুষ করতে পারলে আমি মরেও শান্তি পেতাম। কিন্তু তাদের লেখা-পড়া শিখাবো কি করে। কাজও করতে পারিনা। কোথাও যেতে পারিনা। একটি পা কিনতে চাচ্ছি। এতটাকাও নেই। মানুষের সহযোগিতা পেলে একটি পা কিনতে পারতাম। ফারুক হোসেনের সহযোগিতা করতে চাইলে তার বিকাশ নম্বর (০১৭৪১-৪২১০৮১)।

ঝিনাইদহে বে আইনীভাবে জমি নামপত্তন দেওয়ার প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন

ঝিনাইদহ জেলার হরিণাকুণ্ডু উপজেলার ৭নং রঘুনাথপুর ইউনিয়নের পোড়াহাটী গ্রামের ৪৯নং মৌজার ৩০একর জমি এলাকার প্রভাবশালী

[redacted]

[redacted]

[redacted]

কোটচাঁদপুরে ‘ঢাকা ম্যারাথন’ দৌড় প্রতিযোগীতা অনুষ্ঠিত

বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর উদ্যোগে দেশের বিভিন্ন এলাকায় শুরু হয়েছে “বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ঢাকা ম্যারাথন” দৌড় ২০২১ প্রতিযোগীতা। সেই ধারাবাহিকতায় ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে ঢাকা ম্যারাথন দৌড় প্রতিযেগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে স্থানীয় উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে উপজেলা পরিষদ চত্তর থেকে এলাঙ্গী ইউনিয়ন পরিষদ পর্যন্ত দীর্ঘ ৫ কি.মি ‘ঢাকা ম্যারাথন’ এই দৌড় প্রতিযেগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এর আগে ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে প্রতিযোগীরা অ্যাপসের মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশন করেন। পরে সেই অ্যাপসের সহায়তায় তাদের দৌড় প্রতিযোগিতার সময় ও দূরুত্ব নির্ধারণ করা হয়।

ম্যারাথনে এসময় উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা চেয়ারম্যান শরিফুন্নেছা মিকি, উপজেলা নির্বাহী অফিসার আসাদুজ্জামান রিপন, থানার অফিসার ইনচার্জ মাহবুবুল আলম, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার রতন মিয়া, উপজেলা সমাজ সেবা অফিসার জহুরুল ইসলাম, উপজেলা সিনিয়র মৎস্য অফিসার সঞ্জয় কুমার, সাবেক মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার তাজুল ইসলাম, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষার্থী, উপজেলা প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী সহ নানা শ্রেণী- পেশার ৫-৬’শ প্রতিযোগীরা অংশ গ্রহন করেন।
জানা যায়, আগামী ২০২২ সাল হতে প্রতি বছর ১০ জানুয়ারী বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ব্যবস্থানায় স্পোর্টস ভিশন লিমিটেড এবং ট্রাষ্ট ইনোভেশন লিমিটেড এর যৌথ আয়োজনে এবং সেনা ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ডেও সার্বিক সহযোগতিায় সকল বিভাগীয় শহরকে সম্পৃক্ত করে এ ধরণের ম্যারাথন আয়োজন করা হবে।

মেহেরপুরে কিশোর-কিশোরী ক্লাবের আলোচনা সভা

মেহেরপুর সদর উপজেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত, কিশোর কিশোরী ক্লাব স্থাপন প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার বিকালের দিকে উপজেলা অডিটোরিয়ামে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা নির্বাহী মাসুদুল আলম এর সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় বক্তব্য দেন, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা তাজুল ইসলাম,উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার আনোয়ার হোসেন, প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার আপিল উদ্দিন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, কিশোর কিশোরী ক্লাবের ফিল্ড সুপারভাইজার ,নজেন্ডার প্রোমোটর, মাধ্যমিক ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকগন, ক্লাবের সংগীত ও আবৃত্তি শিক্ষকগনসহ সংরক্ষিত মহিলা ইউপি সদস্যগন।

উল্যেখ্য, কিশোর কিশোরী ক্লাব ছাত্র-ছাত্রীদের সংগীত ও আবৃত্তি শেখানোর কাজ করে। উপজেলার ৫ টি ইউনিয়নে একটি করে ক্লাব রয়েছে। যেখানে ৩০ জন করে ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে।

মেপ্র/এমএফআর

মেহেরপুরে খোলা বাজারে বিক্রি হচ্ছে যৌণ উত্তেজক ওষুধ

সরকারি নিয়ম নীতি না মেনেই মেহেরপুরের বিভিন্ন বিভিন্ন হাট-বাজার ও পথে-ঘাটে অবাধে বিক্রি হচ্ছে নানা ধরনের যৌন উত্তেজক ওষুধ। মজমা বসিয়ে ক্রেতাদের আকর্ষণ করে নামহীন কোম্পানির এসব ওষুধ বিক্রি করা হচ্ছে। আর তা সেবন করে গ্রামের সহজ-সরল মানুষ জটিল ও কঠিন রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। প্রশাসনিক কোন পদক্ষেপ না থাকায়

অবাধে এসব ওষুধ বিক্রি হচ্ছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা। তবে প্রশাসন বলছে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

প্রাপ্ত তথ্যমতে, নিয়ম অনুযায়ী ড্রাগ লাইসেন্স ছাড়া ও চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র ছাড়া ওষুধ বিক্রি করা দন্ডনীয় অপরাধ। কিন্তু তা মানা হচ্ছে না। ফুটপাথের হকাররা প্রকাশ্যে যৌন উত্তেজক পাওয়ার অয়েল, ডি বাজিকরণ, ম্যাক্স জেড, অ্যাপেক্স, ভিগোসা, লুমিসেক, ডেফরল, ভারতীয় যৌন উত্তেজক ট্যাবলেট সেনেগ্রা, এডিগ্রা, মুনিস, ভিগো ফোর্ট ও টার্গেট এমনকি মহামারী করোনার ওষুধও বিক্রি করছে। তবে এসব ওষুধ সেবন করে কারো রোগ ভাল হচ্ছে কি না তা জানাতে পারেনি হকাররা।

ওষুধ বিক্রেতা ইমরান আলী জানান, বিভিন্ন কোম্পানির প্রচারে ও পেট বাঁচানোর জন্যই এসব ওষুধ বিক্রি করা হয়। ওষুধ খেয়ে মানুষ উপকার পায় বলেই এ ধরণের ওষুধ চলছে খুব বেশি। প্রশাসনের পক্ষ থেকে কেউ কিছু বলে না। একই কথা জানালেন হকার আল মামুন।

তিনি আরো জানান, কোম্পানীর প্রচার ও হারবাল ওষুধ বিক্রির পাশাপাশি নিজের তৈরী ওষুধও বিক্রি করছেন অনেকে। যদিও ওষুধ প্রস্তুত এবং বিপণনের কোন অনুমতি নেই তাদের।

ওষুধ সেবন করে কেউ উপকার পেয়েছে কিনা তা কেউ বলতে পারেনি। তবে অনেকেই বিশেষ ও যৌণ শক্তি বাড়াতে এ ওষুধ কিনছেন। কোন উপকার পাচ্ছেন না বরং জটিল ও কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়েছেন।

ওষুধ ক্রেতা রুয়েরকান্দি গ্রামের বদর উদ্দীন জানান, তিনি ও তার বন্ধু হাটে গিয়ে হকারদের মজমায় গান শোনেন। সেসময় হকারদের মিষ্টি মধুর কথা শুনে সহজে আরোগ্য লাভের আশায় গোপন রোগের ওষুধ কিনে সেবন করেন। কিন্তু অসুখ সারেনি বরং আরো জটিল রোগে আক্রান্ত হয়েছেন।

একই গ্রামের আনারুল জানান, গ্যাস্টিকের ও শরীর ভাল রাখার জন্য দেহমুক্তি যৌবণ বাহার সালসা কিনে সেবন করেছেন। এতে তার হার্টের অসুখ দেখা দিয়েছে।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা এমকে রেজা জানান, ‘প্রেসক্রিপশন ছাড়া যৌণ রোগের ওষুধ সেবন করলে শরীরের স্বাভাবিক ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। পুরুষ-মহিলাদের মধ্যে সিংহ ভাগ লোক বিভ্রান্ত হয়ে যৌণ উত্তেজক ওষুধ সেবন করেন। এসব ওষুধ

হৃদরোগ ও কিডনি সমস্যার ঝুঁকি বাড়ায়। দীর্ঘদিন ব্যবহারে দৃষ্টিশক্তি ও স্মৃতিশক্তি কমে যায়। এতে লিভার ও নার্ভ ড্যামেজ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা আছে।

গাংনীর বিভিন্ন দোকান ও খোলা বাজারে অভিযান চালানো হয়। আগামীতে অভিযান চলবে এবং হকারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিবেন বলে জানালেন ড্রাগ সুপার মুহসিনিন মাহমুদ।